বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

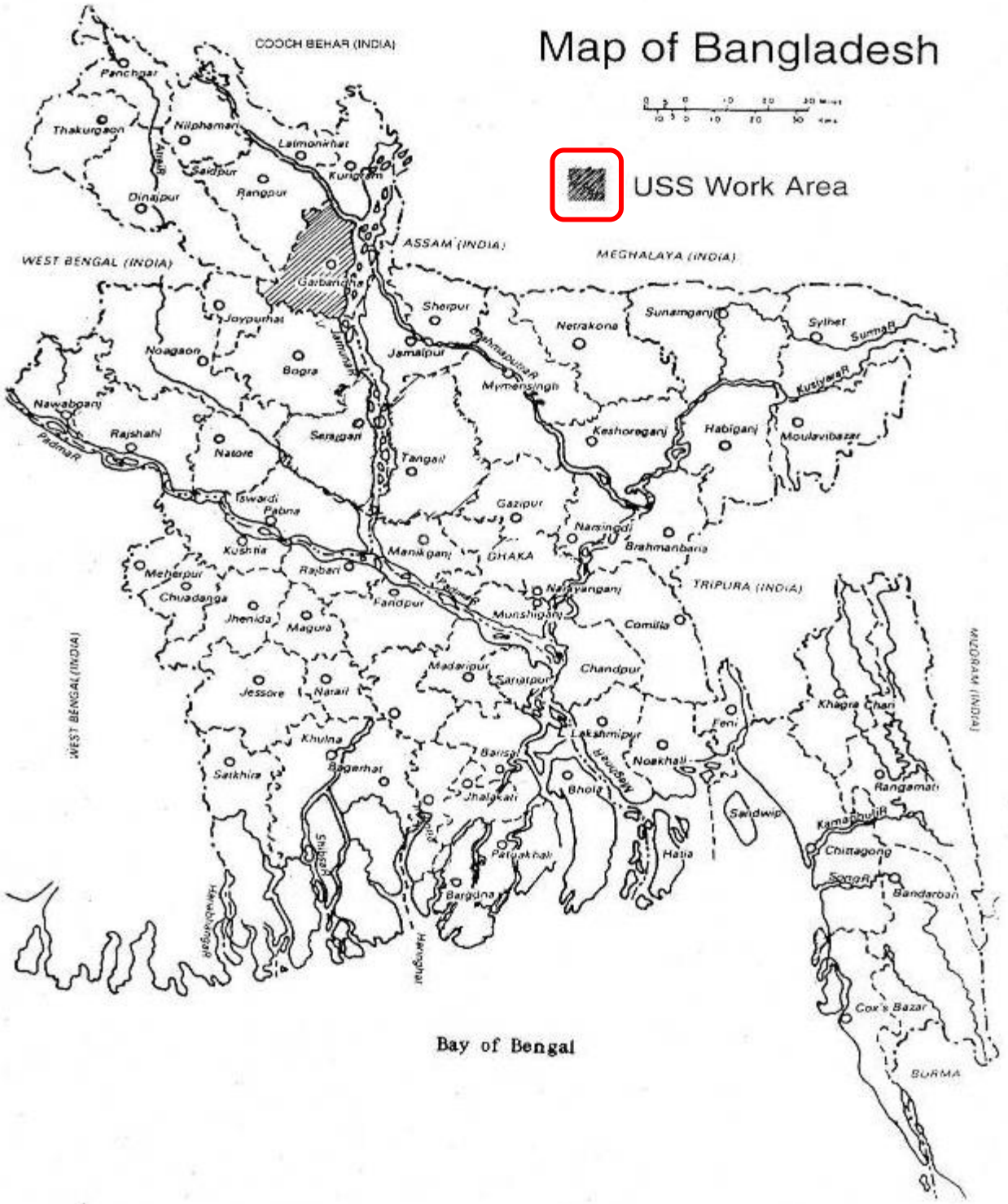
সম্পাদক ঃ মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল

সম্পাদনা পরিষদ ঃ- মোঃ শাহরিয়ার হোসনে
মোছাঃ নাজমিন নাহার

প্রচ্ছদ ও ডিজাইনে ঃ উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট।
প্রকাশনায় ঃ ডকুমেন্টেশন সেল, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

মোবাইল ঃ **০১৭১৩৪৮৪৬৬৯.**
ইমেইল ঃ uss.gaibandha@gmail.com / info@udayanbd.org
ফেইসবুক ঃ www.facebook.com/ussgaibandha
ওয়েব সাইট ঃ www.udayanbd.org

MAP SHOWING THE WORKING AREA OF UDAYAN SWABOLOMBEE SANGSTHA (USS)



-ঃ সূচী পত্র ঃ-

বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ ----------
সম্পাদনা ---------- ১
বাংলাদেশের মানচিত্রে সংস্থার কর্মএলাকা ---------- ২
সুচীপত্র ---------- ৩
পরিচালকের দু'টি কথা ---------- ৪
ভিশন, মিশন, আদর্শ, মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য ---------- ৫
কর্মসূচী সমূহ ঃ ---------- ৬
কর্ম এলাকা ও লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী ---------- ৭
শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন---------- ০৮-১০
জীবন জীবিকার মানউন্নয়ন---------- ১১-১৩
জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন---------- ১৩-১৫
সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন ---------- ১৫-১৭
স্বাস্থ্য উন্নয়ন---------- ১৭-১৯
দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা ---------- ১৯-২১
সংস্থার অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ ---------- ২১-২৩
তথ্যকণিকা ---------- ২৩
Organogram of USS---------- ২৪
নেটওয়ার্ক সদস্য ---------- ২৫
অডিট ----------

নির্বাহী পরিচালকের দুটি কথা/ভূমিকা



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক উন্নয়ন সংস্থা। আজ থেকে প্রায় ৪৬ বছর পূর্বে ১৯৭৯ সালের ১৮ মে, গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার কুখাতাইর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি। জন্মলগ্ন থেকেই প্রান্তিক ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে সে জীবন জীবিকা উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে-এই লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। ১৯৮১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক এবং ১৯৯১ সালে এন,জি,ও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্যসেবা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সুশাসন, দক্ষতা উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধিতা উন্নয়ন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক দূর্যোগ মোকাবেলা, জলবায়ু সহনশীল ও চরাঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদয়নের রয়েছে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। উদয়নের কার্যক্রমকে প্রধানত তাৎক্ষনিক এবং নিয়মিত এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক দূর্যোগ মোকাবেলায় উদয়ন যেসব কাজ করে থাকে সেগুলোকে তাৎক্ষনিক ও ধারাবাহিক কর্মকান্ডগুলোকে নিয়মিত কার্যক্রম বলে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিশ্বাস করে যে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব। জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া খুবই জরুরী। ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের আয়বৃদ্ধি, সম্পদ সমূহে অধিকার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন এটা শুধু নারীর জন্যই নয় গোটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের পিছিয়েপড়া মানুষেরই কল্যাণ বয়ে আনবে বলে অত্র সংস্থা বিশ্বাস করে। সুদীর্ঘ কর্ম অভিজ্ঞতায় উদয়ন অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যে সাময়িক ত্রাণ সরবরাহ কিংবা পুনর্বাসন জনগণের উন্নয়নে স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। তাই তাৎক্ষনিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় অতিদরিদ্রের জীবনমান স্থায়ীভাবে উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। গ্লোবাল ভিলেজের এই স্বরব সময়ে রাষ্ট্রের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্খাকে গুরুত্ব দিয়ে অত্র সংস্থা দারিদ্র্যমুক্ত ও সাম্যতাভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন লালন করে আসছে, যেখানে সবার জন্য ন্যায়বিচার, সমতা, মানবাধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং স্থায়ীত্বশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সকল শিশুর জন্য গুণগত শিক্ষা, দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র জনগণের জন্য স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়ন নিশ্চিত করা, জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর জনসক্ষমতা গড়ে তোলা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি-পয়:নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধতা, সুশাসন এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ, গবেষণা এবং সৃজনশীলতা এসব উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারের গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে কোভিড ১৯ সংকট মহামারি সংকটে দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানের যে সকল কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি সেগুলো এ বছরে বাস্তবায়নে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

(মো: শাহাদত হোসেন মন্ডল)
নির্বাহী পরিচালক

এক নজরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

ভিশন (Vision)

ন্যায় ও জ্ঞানভিত্তিক স্বাবলম্বী সমাজ

মিশন (Mission)

জ্ঞানের বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থানীয় সম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার, টেকসই জনসংগঠন তৈরী, টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা।

আদর্শ (Norms)

সাহায্য নয় সহযোগিতা

নীতি (Principles)

১. অংশগ্রহণ
২. স্বচ্ছতা
৩. জবাবদিহিতা
৪. প্রান্তিক ও প্রতিবন্ধীদের অংশীদারীত্ব
৫. শিশু বান্ধব পরিবেশ।

উদ্দেশ্য (Objectives)

- স্বাবলম্বী গ্রাম উন্নয়নে সুবিধা বঞ্চিত নারী -পুরুষদের ক্ষমতায়িতকরণ ও টেকসই জন সংগঠন তৈরী
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্থানীয় পর্যায়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা এবং কার্যকরী জনঅংশগ্রহনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত জনগণের ছেলে মেয়েদের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়তা।
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- সকল প্রকার জেন্ডার বৈষম্য ও সহিংসতা দূরীকরণের মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা।
- স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টির জন্য সিবিও গঠনের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা।
- শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ইতিবাচক অংশগ্রহন ও তাদের অধিকার আদায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
- দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের স্বাবলম্বীতা অর্জনে আয়-উপার্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। দুর্গম চর এলাকায় স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়নে সহযোগিতা করা।
- জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব, পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষাকারী সম্পদের ধ্বংস রোধে পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ এবং নির্মল পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় গণ-আন্দোলনকে বেগবান করা।
- জনগণকে স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগমুক্ত সমাজ গঠন, সবার জন্য স্যানিটেশন ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা, ধুমপান ও মাদক মুক্ত সমাজ গঠন করা।
- দূর্যোগে ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরা এবং দুর্যোগ কবলিত জনগণকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহযোগিতা করা।

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রধান প্রধান কর্মসূচীসমূহ

১. মানসম্মত শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

- শিক্ষাঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে সহায়তা।
- তথ্য ও প্রযুক্তি।
- টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট
- বেসিক আইটি/আইসিটি লিটারেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।
- ধুমপান ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠন
- প্রশিক্ষণ।

২. জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন

- স্বাবলম্বী কৃষি
- আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প
- হস্তশিল্প
- সম্পদ হস্তান্তর
- ভ্যালু চেইন

৩. জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

- জেন্ডার ও উন্নয়ন
- সুশাসন
- নারী অধিকার
- শিশু অধিকার
- রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

৪. সুশাসন ও জনসংগঠন

- সচেতনতা বৃদ্ধি
- জনসংগঠন তৈরী ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্কিং।
- সামাজিক নিরীক্ষা ও এ্যাডভোকেসী।

৫. স্বাস্থ্য উন্নয়ন

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
- পানি ও পয়:নিস্কাশন
- স্বাস্থ্য ও সেবার মান বৃদ্ধিতে এ্যাডভোকেসী।
- স্বাস্থ্য ক্যাম্প

৬. দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি
- দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম ও সেবা প্রদান
- শিশুদের মনো-সামাজিক সুরক্ষা
- ত্রাণ ও পূণবার্সন

কর্ম এলাকা

প্রতিষ্ঠার পর থেকে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নীতি নির্ধারণী বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত এলাকাগুলোতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

জেলা	থানা/উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম সংখ্যা
গাইবান্ধা	সাঘাটা	পদুমশহর, ভরতখালী, সাঘাটা, মুক্তিনগর, কচুয়া, ঘুড়িদহ, হলদিয়া, জুমারবাড়ী, কামালের পাড়া, বোনারপাড়া।	১০৫ টি
	ফুলছড়ি	গজারিয়া, ফুলছড়ি, ফজলুপুর, এড়েন্ডাবাড়ি, কঞ্চিপাড়া, উদাখালী, উঁড়িয়া	৭০ টি
	গাইবান্ধা পৌরসভা	পৌরসভা	০৩ টি ওয়ার্ড
ঢাকা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	মোহাম্মদপুর	০১ টি ওয়ার্ড
মোট ২ টি	**০৭ টি**	**১৯টি**	**১৭৯ টি**

উলেখ্য মাদারীপুর জেলায় মাদারীপুর সদর, শিবচর, কালকিনি ও রাজৈর উপজেলার মোট ১০টি ইউনিয়নে ২০০ জন কিশোর ও তরুনদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষে আইসিটি ইন্সটিটিউট এর সহায়তায় জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধিতে বেসিক আইটি ও আইসিটি লিটারেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়।

লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী

উত্তরবঙ্গের নদী বিধৌত দূর্যোগ কবলিত ঐতিহ্যবাহী জনপদের মধ্যে গাইবান্ধা জেলার সিংহভাগ জনগোষ্ঠীই দরিদ্রপ্রবণ ও দূর্দশাগ্রস্থ। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে উক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা অতিদরিদ্র, প্রতিবন্ধী, সমাজ ও সুবিধা বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন-বিপন্ন পরিবার, সুযোগ ও অধিকার বঞ্চিত, নিরক্ষর, অদক্ষ্য, কর্মহীন, তুলনামূলক কম আয় উপার্জনের অধিকারী, সামাজিক বৈষম্যের শিকার, বিশেষত নারী ও শিশু এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগকবলিত, তাদেরকে নিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়মিত কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়াও স্থানীয় সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

উপজেলা	উপকারভোগীর সংখ্যা		মোট
	নারী	পুরুষ	
সাঘাটা	৮৭৫০	৫১২	৯২৬২
ফুলছড়ি	৮০১	-	৮০১
গাইবান্ধা পৌরসভা	১২৫	-	১২৫
মোহাম্মদপুর	১৭৫	১১১	২৮৬

মানসম্মত শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গাইবান্ধা জেলার মধ্যে সাঘাটা ও এবং ফুলছড়ি উপজেলা অধিকতর দরিদ্র-প্রবণ ও দূর্যোগ কবলিত এলাকা। এই দুই উপজেলার নদীচর ও বাঁধ সংলগ্ন এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান যেমন পিছিয়ে আছে তেমনি এখানে অতিদরিদ্র পরিবারের শিশুদের মানসম্মত লেখাপড়ার সুযোগ খুবই কম। এলাকার জনগোষ্ঠীর বিশাল একটা অংশকে মানসম্মত শিক্ষা ও সুবিধা বঞ্চিত রেখে কোনভাবেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই শিক্ষার গতি ও এর গুনগত মানকে উন্নত করতে কর্মএলাকায় পিছিয়ে পড়া, সুযোগ বঞ্চিত ও বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের স্কুলগামী করে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করার কাজ করে আসছে। এরই ধারবাহিকতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ, চরাঞ্চলে উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এবং যেসব ঘনবসতি এলাকা গুলোতে স্কুল নেই সেসব এলাকাগুলোতে ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করার কাজ করে আসছে। এছাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির মাধ্যমে অধিপরামর্শ কার্যক্রম এবং বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজী ও কম্পিউটার শিক্ষায় দূর্বলতা দূরীকরণের জন্য English & ICT in After School Club Project বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উত্তোরোত্তর বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নানাভাবে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

উল্যেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- শিক্ষাঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে সহায়তা।
- তথ্য ও প্রযুক্তি।
- টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট
- বেসিক আইটি/আইসিটি লিটারেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।
- ধুমপান ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠন
- প্রশিক্ষণ।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচঃ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, অভিভাবক, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি, তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং সেই লক্ষ্যে তারা যাতে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে সেই জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক, এসএমসি মিটিং, পিটিএ মিটিং, জয়ফুল লার্নিং, সঠিক নিয়মে এ্যাসেম্বলী এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে শিক্ষা ওয়াচ কমিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই, ২০২৪ হইতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"মানসম্মত শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	শিক্ষাঙ্গণকে মাদকমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকবিরোধী মনোভাব তৈরী করার উদ্দেশ্যে গাইবান্ধা জেলার মাদকদ্রব্য	৪০০ শিক্ষার্থী	৪০০ শিক্ষার্থী	৪০০ মেয়ে শিক্ষার্থী

	নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর সহযোগিতায় সাঘাটা উপজেলার উদয়ন মহিলা ডিগ্রি কলেজে শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন করা হয়			
০২	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার বাস্তবায়নে এবং মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি, বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় "ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবন জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় মানব সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্তে ২০জনকে দর্জি প্রশিক্ষণ, ৭ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ২ জনকে অটোমোবাইল প্রশিক্ষণ, আধুনিক পদ্ধতিতে হাসঁপালন ২০ জন, আধুনিক পদ্ধতিতে ছাগলপালন ৪৫ জন,ফলদ পদ্ধতিতে সবজি চাষ ২০ জন,মডেল গার্ডেন ৪ জন,ঝুলন্ত সবজি বাগান ৪০ জন,ভার্মি কম্পোস্ট ৩৫ জন,ভার্টিক্যাল গার্টেন ৫ জন,মালচি পদ্ধতি ৫ জন,স্মার্ট হাউজ ৫ জন, উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে করে তারা উক্ত কাজের সাথে জড়িত হয়ে আয় করতে পারে এবং নিজেকে মানব সম্পদে রুপান্তর করতে পারে।	২০৮ জন	২০৮ জন	
০৩	IID এর সহযোগীতায় USS এর বাস্তবায়নে E!quality প্রকল্পের মাধ্যমে মুক্তিনগর ইউনিয়নে ধানঘড়া গ্রামে ইউনিয়ন বাজেট ও স্কুল বাজেট সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি,উঠান বৈঠক,লিফলেট বিতরন ও জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং টাউনহল মিটিং এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে অবগত করা হয় । এছাড়াও IID YFP সহযোগীতায় ইওথ ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে প্রতি মাসে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা হয় ।	৭৫০ জন	৭৫০ জন	

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

কারিগরি শিক্ষা প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট এর আওতায় আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলা পুটিমারী গ্রামে অবস্থিত উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতি বছরে বিভিন্ন ট্রেডে ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ইন্সটিটিউটটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় পরিচালিত হয়। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি এলাকায় সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নিম্ন-বর্নিত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি ও উত্তীর্ণ হয়েছে।

সাল	সেশন	ভর্তি	উত্তীর্ণ	মন্তব্য
২০২৪	জুলাই-ডিসেম্বর	২৩	২৩	
২০২৫	জানুয়ারী-জুন	১৫	১৫	

কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র



IID ও USS এর সহযোগীতায় ধানঘড়া সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ আয়োজন ।



IID এর সহযোগীতায় ইওথ ভোলান্টিয়ারদের নিয়ে পলিসি ক্যাম্প আয়োজনের শেষে সার্টিফিকেট বিতরন ।



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস পালন করছেন ।



উদয়ন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর আওতায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে ।



আধুনিক পদ্ধতিতে ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী ।



জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহায়তায় উদয়ন মহিলা কলেজে মাদকবিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন



গাইবান্ধা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি যেখানে নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্নিঝড়, শীত, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। জলবায়ূ পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অসময় ও আকষ্মিক বন্যায় প্লাবিত হয় ফসলের মাঠ। যার ফলে ফসল উৎপাদন হ্রাস পায় এবং পাশপাশি খাদ্য ও কাজের সংকট দেখা দেয়। এছাড়া চরাঞ্চলের অধিকাংশ জমি এক ফসলি হওয়ার কারনে বছরে প্রায় ৪-৫ মাস কৃষিজীবী পরিবার তথা কৃষি শ্রমিকদের অলস সময় কাটাতে হয় অথবা অন্যত্র কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে যেতে হয়। জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে যা বাংলাদেশের এসডিজি-১ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- স্বাবলম্বী কৃষি
- আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প
- হস্তশিল্প
- সম্পদ হস্তান্তর
- ভ্যালু চেইন

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচঃ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির বিশেষ করে নারীদের আয় বৃদ্ধিতে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ এর মাধ্যমে আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই-২০২৪ হইতে জুন-২০২৫ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি, বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় 'ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবন জীবীকা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় সাঘাটা উপজেলার ঘুড়িদহ ইউনিয়নের ২১ জন অতিদরিদ্র ও প্রান্তিক নারীকে দর্জি ও সেলাই এর উপর ১মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে একটি করে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয় যাতে সে আয়বর্ধনমুলক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে এবং তার জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাতে পারে।	২১ জন	২১ জন	
০২	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা	৩৬০ টি	৩৬০ টি	

	নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে 'ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবন জীবীকা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় সাঘাটা উপজেলার ঘুড়িদহ ইউনিয়নে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে ও মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির বাস্তবায়নে ঘুড়িদহ ইউনিয়নে ১৮টি দলে ৩৬০ জন উপকারভোগীকে খাদ্য ,পুষ্ঠির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ০৩টি করে মোট ১০৮০ টি পেঁপের চারা বিতরণ করা হয় । উঠান বৈঠকের মাধ্যমে চারা লাগানোর ৭ দিন আগে গর্ত তৈরী , সেখানে জৈব সার প্রদান ও অবশেষে পেঁপের চারা রোপন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।	পরিবার	পরিবার	
০৩	প্রান্তিক নারীদের আর্থিকভাবে সমৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এবং নিজেদেরকে উদ্দ্যোক্তা হিসেবে তৈরী করণের নিমিত্তে "ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবন জীবীকা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় সাঘাটা উপজেলার ঘুড়িদহ ইউনিয়নের ২০ জন নারী সদস্যকে ১০ টি করে হাঁস এবং ৪৫ জন নারী সদস্যকে ১ টি করে ছাগল রিসাইকেল করা হয়।	৬৫ জন	৬৫ জন	
০৪	বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন এবং জৈব সার উৎপাদনের উদ্দেশ্যে " 'ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবন জীবীকা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় ১৬ জন নারী কৃষককে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ যেমন, ২টি টিন, নেট, রিং, বাঁশ, এবং গোবর খেঁকো কেঁচো বিতরণ করা হয়।	১৬ জন	১৬ জন	

কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র



মালচি পদ্ধতিতে সবজি চাষ ।



বন্যা থেকে রক্ষার জন্য ভার্টিক্যাল গার্ডেন ও বস্তা পদ্ধতিতে আদা চাষ ।



ফলদ সবজি চাষ করে স্বাবলম্বী নারী ।



ঘুড়িদহ ইউনিয়নে গবাদি পশুর ভ্যাকসিন ক্যাম্প।



প্রশিক্ষণ শেষে সদস্যদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয় ।



বিষমুক্ত সব্জী উৎপাদনের জন্য ভার্মি কম্পোস্ট তৈরী করছেন প্রকল্পভুক্ত এক সদস্য ।পরিদর্শন করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন



বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ থাকলেও বাংলাদেশের স্বাধীণতা পরবর্তী ৫০ বছর বয়সের হিসেবটা মাথায় নিয়ে বিশ্লেষণ করলে এখনও নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান সেভাবে বিকশিত হয়নি। এখনও নারী সমাজ পুরোপুরি বৈষম্যমুক্ত হয়নি, এখনও নারীর অগ্রযাত্রার পথে রয়েছে অজস্র প্রতিবন্ধকতা। প্রতিনিয়ত তাকে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবেলা করে সমাজে টিকে থাকতে হচ্ছে। এমনকি এদেশে এখনও নারী-পুরুষ সমতা সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনও পদে পদে তাদের সম্মুখীন হতে হয় বৈষম্য ও বাঁধার। বাংলাদেশের নারীর সমান অধিকারের অন্যতম প্রধান বাঁধা অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। আমাদের সমাজে এখনও পুরুষের প্রাধান্য প্রকট। কন্যাসন্তান জন্ম এখনও সিংহভাগ পরিবারে কাছে কাংখিত নয়। জন্মপূর্বকাল থেকেই নারীদের উপেক্ষিত হওয়া শুরু হয়, যা চলতে থাকে মৃত্যু অবধি। চার দেয়ালের বাইরে নারীর স্বাধীন চলাফেরা ও কাজ সমাজ এখনও পছন্দ করে না। সমাজ নারীকে মজুরিবিহীন গার্হস্থ্য শ্রমেই ব্যস্ত দেখতে ও রাখতে চায়। এসবের নিরীখে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নারী পুরুষের সমতা বিধানে জেন্ডার ইস্যুকে ক্রসকাটিং ইস্যু হিসাবে সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমে বাস্তবায়ন করে আসছে। জনসংগঠন (গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, নারী কণ্ঠ ফেডারেশন, নারী উদ্যোক্তা দল,কমিউনিটি হেল্‌থ সার্কেল, সুফিয়া কামাল

ফেলো) তৈরী , সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বৈষম্য হ্রাস তথা জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে ভুমিকা রাখছে। এসকল কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য স্বনির্ভরশীল দল গঠনের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক শক্তিশালী সংগঠন তৈরী ও তাদের বিকাশের মাধ্যমে সমাজে জেন্ডার সমতা অর্জন করা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- জেন্ডার ও উন্নয়ন
- সুশাসন
- নারী অধিকার
- শিশু অধিকার
- রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ

প্রান্তিক নারীদের নিয়ে শক্তিশালী স্বনির্ভরশীল সংগঠন তৈরী ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নারী নেতত্ব প্রদান ও এলাকা ভিত্তিক সংগঠনগুলোর বিকাশ করা। প্রান্তিক নারীদের বিভিন্ন ধরণের সম্পদে প্রবেশাধিকার প্রদান ও তাদের ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করার জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অনুশীলন করবে এবং বিকাশ করা। যাতে করে তারা স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে পরিষেবা প্রাপ্তিতে ও বিভিন্ন ধরনের সম্পদে প্রবেশাধিকারে শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত জনসংগঠন তৈরীপূর্বক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যাম্পেইন, কাউন্সিলিং, এ্যাডভোকেসী ও লবিং এর মাধ্যমে স্থানীয় সেবারমান বৃদ্ধি, সামাজিক ব্যাধি হ্রাস, উন্নয়নকর্মকান্ড ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা ।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই-২০২৪ হইতে জুন-২০২৫ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর সহযোগিতায় কৃষিতে নারী অধিকার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে "আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস" উপলক্ষে উদয়ন চত্বরে সাঘাটা উপজেলার গ্রামীণ নারী কৃষকদের কৃষিপণ্য প্রদর্শণীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শণী এই অনুষ্ঠানে সাঘাটা উপজেলার প্রায় ৩০০ জন নারী কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।	১টি	১টি	৩০০ জন নারী কৃষক
০২	"গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়িত করণ" প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ চত্বরে র‍্যালী, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সাঘাটা উপজেলার প্রায় ৬০০ জন প্রান্তিক নারী অংশগ্রহণ করেন।	১টি	১টি	৬০০ জন নারী সদস্য
০৩	এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর সহযোগিতায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যৌথ আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা মিলনায়তন কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।	১টি	১টি	১২০ জন অংশগ্রহণকারী

কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র



আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও মেলা পরিদর্শন করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ।



"ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবন জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের সদস্যদের নিয়ে সাপ্তাহিক উঠান বৈঠক পরিচালনা করছেন ।



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার মিলনায়তন কক্ষে জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ।



ঢাকার আগারগায়ে এনজিও ব্যুরো মিলনাতয়ন কক্ষে,নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পর্যায়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ।

সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন



প্রতিটি দেশেরই সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কম-বেশি নীতিমালা তৈরী করলেও নানা সীমাবদ্ধতা ও অবহেলার কারণে বেশির ভাগ নীতিমালাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারেনা, ফলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়, দায়বদ্ধ সরকারীসেবা তথা সেবায় দরিদ্র মানুষের ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত না হলে টেকসই

উন্নয়ন সম্ভব নয়, অধিকার ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষের উন্নয়ন সম্ভব। এরই প্রেক্ষিতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নাগরিক সংগঠন "লোকমোর্চা", হেলথ ওয়াচ কমিটি, শিক্ষা ওয়াচ কমিটি, সুফিয়া কামাল ফেলো, সামাজিক উদ্যোক্তা দল গঠন ও তাদের এ্যাডভোকেসী কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমুলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা, ভেল্যুচেইন গ্রুপ, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, পন্যের ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তি, শিশু অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে অগ্রগতিতে জনসংগঠনগুলো সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মাঝে অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- সচেতনতা বৃদ্ধি
- জনসংগঠন তৈরী ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্কিং।
- সামাজিক নিরীক্ষা ও এ্যাডভোকেসী।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ

এ্যাডভোকেসীমূলক কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও সক্রিয় করার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পেইন কার্যক্রম, লবিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সমমনা সংগঠনের সাথে বিভিন্ন সেবাগ্রহণ, সহায়তা প্রাপ্তি ও তাদের সেবার গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য এ্যাডভোকেসী, লবিং, লিংকেজ, মতবিনিময় সভা এবং সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের সাথে সেমিনারের মাধ্যমে তুলে ধরে তার ইতিবাচক পরিবর্তনে সহযোগিতা করা। প্রয়োজনে নীতিমালা সংশোধনে সুপারিশ করা।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই-২০২৪ হইতে জুন-২০২৫ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০৩	সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সংগঠনের বিকাশ এর নিমিত্তে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী, মুক্তিনগর, ঘুড়িদহ, এবং বোনারপাড়া ইউনিয়নে নারী সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সচেতনতা বৃদ্ধিতে যেমন; গণতান্ত্রিক চর্চা, সাংগঠনিক উন্নয়ন ও দক্ষতা, ভোটার শিক্ষা, সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ইত্যাদি বিষয়ের উপর উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়।	৬০০ টি	৬০০ টি	৬০০ জন সদস্য

কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র





"ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবন জীবীকায়ন শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পে সমাপনী বক্তব্য রাখেন নারী সদস্য

সদস্যদের উৎপাদিত পন্য পরিদর্শন করেন আনসার ভিডিপির কর্মকর্তা ।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন



গাইবান্ধা বাংলাদেশের অনগ্রসর জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিশেষ করে বন্যা, নদী-ভাঙ্গন, খরা, শৈত্য প্রবাহসহ নানাবিধ সামাজিক প্রতিকুলতার কারনে এই জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। জেলার প্রায় ৬৫-৭০ ভাগ পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্যপরিচর্যা, স্বাস্থ্যসেবা সর্ম্পকে অসচেতনতার জন্য তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের, সেবাগ্রহণকারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ও অসহযোগিতার কারণে তারা সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে সকল প্রতিবন্ধকতা দুর করে সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশুর গুণগত স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন, স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র মানুষদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ ও গুণগত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির দাবী আদায়ের জন্য এবং কমিউনিটির সক্ষমতা ও সামর্থ বৃদ্ধিতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

<u>উল্যেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ</u>

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
- পানি ও পয়:নিস্কাশন
- স্বাস্থ্য ও সেবার মান বৃদ্ধিতে এ্যাডভোকেসী।
- স্বাস্থ্য ক্যাম্প

কর্মসূচীর এ্যাপ্রোচ

জনসংগঠণের মাধ্যমে এ্যাডভোকেসি এ্যাপ্রোচে, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা, গরীব ও দরিদ্র্য রোগীদের জন্য বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা, ও বিনামূল্য ঔষধ বিতরনসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের আয়োজন করা।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই-২০২৪ হইতে জুন-২০২৫ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"স্বাস্থ্য উন্নয়ন"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার উদ্যোগে ১৮ টি দলে ৩টি ক্যাম্পে মোট ১৮ টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ১৮ টি ক্যাম্পে ১২০ জন গর্ভবতী, ১০৮ জন সহযোগী, ২১৬ জন প্রসূতি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্প গুলো পরিচালনা করেন সাঘাটা উপজেলা পরিবার কল্যাণ সহকারী ফারজানা আক্তার ববি এবং রোকসানা সুলতানা উজ্জল। উক্ত ক্যাম্প গুলোতে গর্ভবতী মা ও শিশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা, শিশুর যত্ন, টিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ক্যাম্পে গর্ভবতী মা ও শিশুর ওজন মাপা ,গর্ভবতীদের চেকআপ করা , আয়রণ ফলিক এসিড ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।	৩৩৬ জন	৩৩৬ জন	
০২	গরীব ও অসহায় চক্ষুরোগীদের বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ডাঃ ইব্রাহীম আই কেয়ার সেন্টার এর সহযোগিতায় সাঘাটা উপজেলায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থায় প্রায় ৪টি আইসেবা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত আইসেবা ক্যাম্পগুলোতে মোট ৪০০ জন রোগী বিনামুল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন ।	৫০০ জন	৪০০ জন	
০৩	সাঘাটা ডায়বেটিক সমিতির সহযোগিতায় সাঘাটা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে ডায়বেটিক রোগীদের নিয়ে মোট ৩টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৩০০ ডায়বেটিক রোগী উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্প থেকে বিনামুল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন।	৩০০ জন	৩০০ জন	
০৪	সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য "গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়তি করণ" প্রকল্পের আওতায় সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর, ইউনিয়নের ৬টি স্বনির্ভরশীল দলে নারী সদস্যদের নিয়ে নারীদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও পরিচর্চা, নবজাতক শিশুর যত্ন ও পরিচর্চা, নারীদের বিভিন্ন রোগ ব্যাধী ইত্যাদি বিষয়ের উপর সাপ্তাহিক উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়।	১৪০ টি	১৪০ টি	১৪০ জন সদস্য

কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র



গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ক্যাম্প শেষে গর্ভবতী মা'দের মাঝে আয়রন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে।



ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন



স্কুলথেকে ঝরে পরা প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের বাড়ী জরিপ ।



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্পমূল্যে রক্ত পরীক্ষা ।

দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

বর্তমান সময়ে জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্নিঝড়, শীত, অতিবৃষ্টি, এসব নানাবিধ কারণে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন কার্যক্রম বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। দূর্যোগকে রোধ করতে না পারলেও, দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর প্রভাব বা ক্ষতির পরিমান হ্রাস করা যায়। শুধুমাত্র দূর্যোগ প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা, আগাম বার্তা পদ্ধতি ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দূর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির



মাধ্যমে কর্মএলাকার জনসাধারণের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয়ে টিকে থাকার জন্য সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া, বন্যা ও নদীভাঙ্গনে দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম,জরুরী ত্রাণ বিতরণ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

উল্যেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি
- দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম ও সেবা প্রদান
- শিশুদের মনো-সামাজিক সুরক্ষা
- ত্রাণ ও পূণবার্সন

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ

দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়মিতভাবে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, জরুরী স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন, প্রশিক্ষণ, উদ্ধার কাজে সহায়তা, প্রয়োজনে ত্রাণ ও পূর্ণবাসনের কাজ ও পূর্ণবাসনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধিমুলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

জুলাই-২০২১ হইতে জুন-২০২২ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **"দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা"** কার্যক্রমের আওতায় যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছে সেগুলো নিম্নরুপ ;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	দূর্যোগকালীন প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার উপর সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে "ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবন জীবীকা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় ঘুড়িদহ ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে উদয়ন প্রশিক্ষণ কক্ষে "দর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।	৩ টি	৩ টি	১৩৫ জন
০২	শীতকালীন শৈত্যপ্রবাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমেরিকান প্রতিষ্ঠান "কল ফর হিউম্যানিটি"র সহযোগিতায় সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা ও মুক্তিনগর ইউনিয়নের মোট ১০০ জন প্রবীণের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।	১০০ জন	১০০ জন	৯০ জন নারী, ১০ জন পুরুষ
০৩	দূর্যোগকালীন নারী পুরুষের বৈষম্য এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে সাধারণ জনগণ কী কী ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে "ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবন জীবীকা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় ঘুড়িদহ ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে উদয়ন প্রশিক্ষণ কক্ষে "জেন্ডার ও ক্লাইমেট চেঞ্জ" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।	১টি	১টি	৪০ জন

কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র



দূর্যোগ ব্যাবস্থাপনা মোকাবিলায় ঘুড়িদহ ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে কর্মশাল ।



CCDB সেন্টারে সদস্যদের নিয়ে বিদ্যুৎবিহীন ফ্রিজিং পদ্ধতিতে সবজি সংরক্ষণ পক্রিয়া পরিদর্শন ।



দরিদ্র ও প্রবীণদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন



জলাবদ্ধ জমিতে ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ ।

সংস্থার অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ

সংস্থার ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৮ মে, ২০২৫ সকাল ৯:০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৬:০০ ঘটিকা পর্যন্ত স্মৃতিচারণ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নতুন-পুরাতন সকল কর্মীসহ উপস্থিত ছিলেন উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকবৃন্দ এবং উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষসহ সকল প্রভাষকবৃন্দ। প্রথমেই অংশগ্রহণকারীদের সকলের নাম নিবন্ধন করে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা এবং সাংগঠনিক পতাকা উত্তোলন করা হয়। তারপর সবার উপস্থিতিতে কেক কাঁটার মাধ্যমে সংস্থার ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। এরপর উদয়ন প্রশিক্ষণ কক্ষে উদয়নের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সকল কার্যক্রমের উপর স্মৃতিচারণ করা হয়। স্মৃতিচারণ শুরু করেন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল। এরপর এক এক করে সকল পুরাতন কর্মীগণ তাদের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়েও স্মৃতিচারণ করেন। স্মৃতিচারণ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নতুন-পুরাতন কর্মীসহ উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

প্রতি বছরের ন্যায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্ম এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্থানীয় প্রশাসন ও জনগনের সহিত সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস উদযাপন করে থাকে। এসব দিবস উদযাপনে সংস্থা কর্তৃক র‍্যালী, সমাবেশ, সেমিনার, মানববন্ধন ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জুলাই-২০২৪ হইতে জুন-২০২৫ বছরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করেছে সেগুলো নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	উদযাপিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ বেগম রোকেয়া দিবস এবং আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০২	১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ জাতীয় বিজয় দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০৩	২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০৪	৮ মার্চ, ২০২৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০৫	২৬ মার্চ, ২০২৫ জাতীয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০৬	১৪ এপ্রিল, ২০২৫ পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বাংলা নববর্ষ উদযাপন	১টি	১টি	
০৭	১ মে, ২০২৫ বিশ্ব শ্রমিক দিবস উদযাপন	১টি	১টি	
০৮	৫ জুন, ২০২৫ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন	১টি	১টি	

কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র



১লা বৈশাখ উপলক্ষে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থায় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উদযাপন ।



১লা বৈশাখ উপলক্ষে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থায় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উদযাপন ।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম



সুস্থ্য সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে জনসমাজে দ্রুত ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব যা অন্যান্য মাধ্যমে সহজে সম্ভব নয়। এই বিশ্বাসে উদয়ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এর চর্চা ও বিকাশে সহায়তা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় কর্মীদের দ্বারা নিজস্ব সাংস্কৃত্রিক টীম গঠন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সাংস্কৃতিক দল গঠন ও তাদের কার্যকরি বিকাশে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এই সব সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নাচ, গান, গণ ও পথ নাটক, জারীগান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫ বছরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার উদ্দেশ্যে কর্মীদের নিয়ে ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠান, পহেলা ফাল্গুণ উদযাপন, বাংলা নববর্ষ উদযাপন, কর্মীদের নিয়ে শিক্ষা সফরের আয়োজন ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠাগুলোতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বরাবরের মত সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত প্রদান করে থাকে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা



লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৈহিক গঠন এবং শিশুদের আনন্দ বিনোদন লাভের জন্য প্রতি বৎসরের ন্যায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রধান শিক্ষক এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সহায়তায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। উক্ত ক্রীড়ানুষ্ঠানে খেলাধুলার পাশাপাশি শ্রেণী ভিত্তিক ও বিষয় ভিত্তিক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, নাচ, গান, কৌতুক ও আবৃতি ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষা ওয়াচ কমিটি, এলাকার সুধীজন ও সাধারণ জনগণ এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

তথ্যকণিকা

সংস্থার নাম	ঃ	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **(USS)** পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।
যোগাযোগের ঠিকানা	ঃ	গ্রাম ঃ পুটিমারী, ডাকঘর ঃ খামার ধনারুহা, উপজেলা ঃ সাঘাটা, জেলা ঃ গাইবান্ধা-৫৭৬১
মোবাইল নং	ঃ	০১৭১১৪১৩৭৬৫ অথবা ০১৭১৩৪৮৪৬৬৯
ইমেইল	ঃ	uss.gaibandha@gmail.com
ফেসবুক	ঃ	www.facebook.com/uss.psg
ওয়েব ঠিকানা	ঃ	www.udayanbd.org
সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ	১৮ মে ১৯৭৯
আইনগত বৈধতা	ঃ	সমাজ সেবা অধিদপ্তর ২৬৩/১৯৮১ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ৫৬৬/১৯৯১
সংস্থার ধরণ	ঃ	স্থানীয়
সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও পদবী	ঃ	**মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল** নির্বাহী পরিচালক
সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম এলাকা	ঃ	গাইবান্ধা

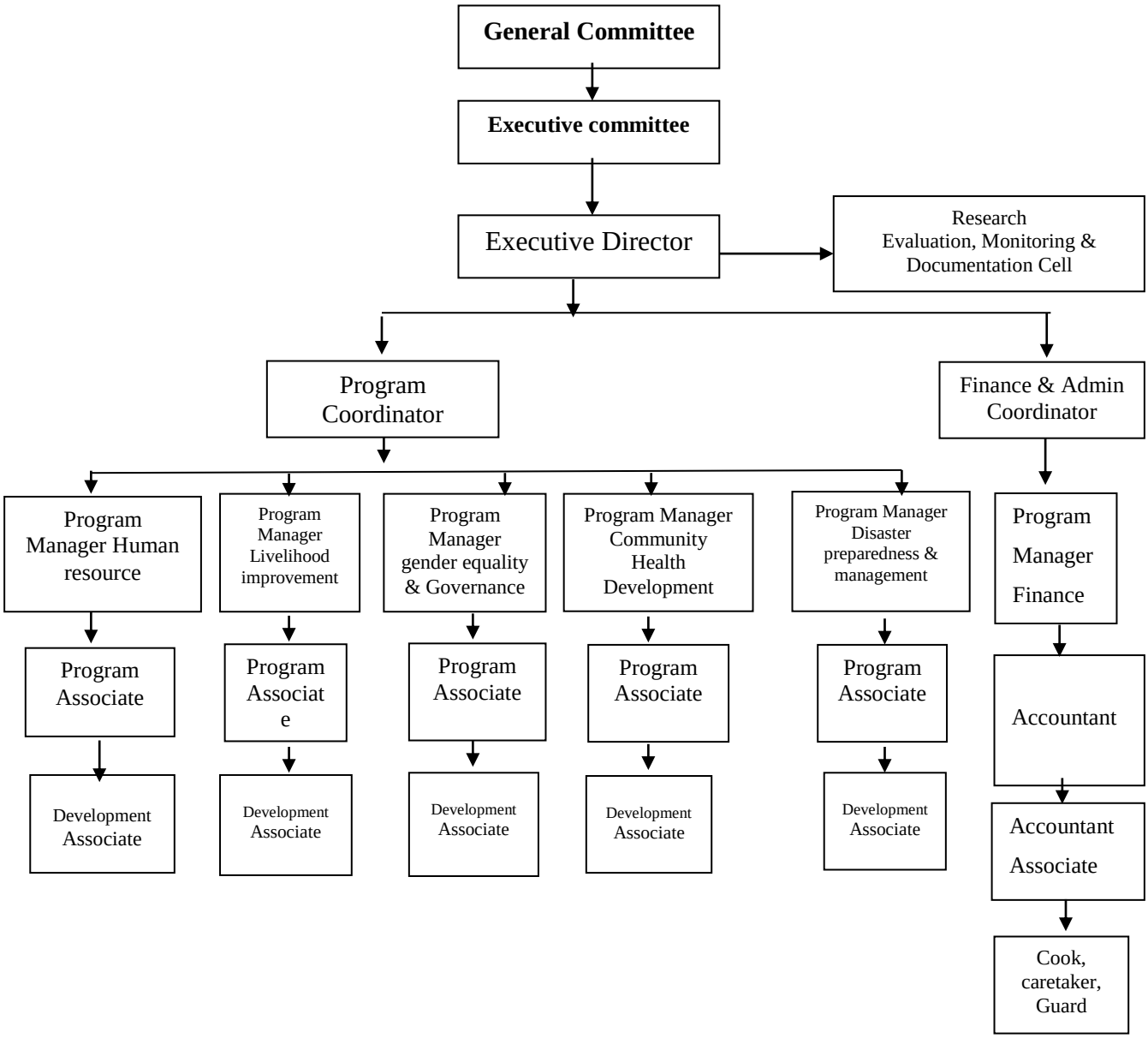
প্রধান কর্মসূচীসমুহ ঃ
১। শিক্ষা, তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন
২। জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন
৩। জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
৪। সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন
৫। স্বাস্থ্য উন্নয়ন
৬। দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

মোট দল ও সদস্য সংখ্যা ঃ মোট দল ঃ ৭৬১ টি, মোট সদস্য ঃ ৯০৫৭জন ,

কর্মী সংখ্যাঃ

ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
নিয়মিত	১৪	১২	২৬
সেচ্ছাসেবী	১০০	৫২	১৫২
মোট	১১৪	৬৪	১৭৮

অর্গানোগ্রাম


General Committee
Executive committee
Executive Director
Research
Evaluation, Monitoring &
Documentation Cell
Program
Coordinator
Finance & Admin
Coordinator
Program
Manager Human
resource
Program
Manager
Livelihood
improvement
Program
Manager
gender equality
& Governance
Program Manager
Community
Health
Development
Program Manager
Disaster
preparedness &
management
Program
Manager
Finance
Program
Associate
Program
Associat
e
Program
Associate
Program
Associate
Program
Associate
Accountant
Development
Associate
Development
Associate
Development
Associate
Development
Associate
Development
Associate
Accountant
Associate
Cook,
caretaker,
Guard

01. ADAB-Association for Development Agencise in Bangladesh
02. BSAF-Bangladesh Shishu Adhikar Forum
03. VHSS-Voluteery Health Service Socity
04. CAMPE-Campaign for Popular Education
05. CWCS
06. ALRD-Association for Land reform and Development
07. Governance Coalition.
08. Gaibandha Unnayan Network.
09. NGO Forum forPublic Health.
10. PMS-Prantik Manusher Sanghati
11. BEN-Bangladesh Education Network
12. GNDR